মুখ্যমন্ত্রীর বাড়িতে গিয়ে ধর্ণা দেব ঃ বন্যার্তরা

অভিজিৎ মুখার্জী ● আরামবাগ

হুগলির খানাকুলের ধান্যগোরীর দলবেরা এলাকায় বিগতবন্যায় ভেঙে যাওয়া বাড়িঘর।

বর্ষা এসে গেছে। পশ্চিমবঙ্গসহ দেশের বিভিন্ন জায়গায় নিয়মিত বৃষ্টি হচ্ছে। বৃষ্টির ঝাপটা যাতে বাড়িতে না ঢোকে তাই কেউ পাকার বাড়িতে পর্দা লাগাচ্ছেন, কেউ আবার মাটির বাড়ি মেরামত করার চেষ্টা করছেন। বৃষ্টিতে মাটির বাড়ি যাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয় তাই ত্রিপল লাগাচ্ছেন। কিন্তু গতবছর যাঁদের বন্যায় বাড়ির সব ভেসে গিয়েছিল তাঁরা কেমন আছেন? আদৌ কি সরকার থেকে কোনও সুযোগ সুবিধা পেয়েছেন? একবছর কেটে গেছে, সামনে আবার বন্যার ত্রাসকুটি। কিন্তু বাড়ি তো দূরের কথা, তাঁরা যে ঠিকঠাকভাবে জীবনযাপন করতে পারছেন না তার খোঁজখবরও কেউ রাখেননি। এমনটাই অভিযোগ হুগলির খানাকুল থানার ধান্যগোড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের ধর্মতলা, দলবেড় পাড়ার মানুষদের। এই গ্রামটির পাশ দিয়ে বয়ে গেছে রূপনারায়ণ নদ। এই গ্রামের কথা হুগলির জেলার মানুষের তো বটেই মিডিয়ার দৌলতে সারা দেশের মানুষের কাছে সুপরিচিত। কারণ ২০১৫ সালে এই গ্রামের বেরাপাড়ায় বাঁধ ভেঙে ৯টি বাড়িরূপনারায়ণের জল ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। এরপর আবার ২০১৭ সালে একইভাবে ২৪টি বাড়ি বাঁধ ভেঙে নদীতে তলিয়ে যায়। তখন জনপ্রতিনিধি থেকে আরম্ভ করে প্রশাসনের পক্ষ থেকে অনেক প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এখনও পর্যন্ত তাঁদের থাকার জন্য মাথার উপর কোনও আচ্ছাদনের ব্যবস্থা হয়নি। তাই ওই সমস্ত গ্রামবাসীদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ জমেছে। ৩৩টি পরিবারের ২১০জন সদস্য একরকম জীবন হাতে নিয়ে দিন কাটাতে বাধ্য হচ্ছেন। তাঁদের কথায়, আমরা মরে গেছি না বেঁচে আছি তার খোঁজ পর্যন্ত এই গ্রামের প্রধান নেন না। এমনটাই দাবি রবীন্দ্র দলবেরা, স্বদেশ দলবেরা, কার্তিক দলবেরা, হারু দলবেরা, দুলাল পণ্ডিত, গণেশ পণ্ডিতসহ শতাধিক মানুষের। তাঁরা বলেন, বন্যার সময় জনপ্রতিনিধিরা ও প্রশাসনের আধিকারিকরা আমাদের মতো অসহায় মানুষদের কেবল আশ্বাস দেন। তাঁরা মজা দেখতে আসেন। ভোট পাওয়ার লোভে তৃণমূল নেতারা প্রতিশ্রুতি দিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু আদৌ কিছু হয়নি। নমিতা দলবেরা বলেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মেয়েদের জন্য রূপশ্রী, কন্যাশ্রীসহ অজস্র প্রকল্প করেছেন বলে শুনেছি। এইসব প্রকল্পে টাকাও দিচ্ছেন। কিন্তু ওনার কি আদৌ মনে আছে যে বন্যার সময় যাঁদের বাড়িগুলো পড়ে গিয়েছিল তাঁরা আদৌ আর্থিক সহযোগিতা পেয়েছেন কিনা। অনেক সংবাদমাধ্যমে এবং বৈদ্যুতিন-মাধ্যম আমাদের এই গ্রামকে বারবার দেখিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর কী একবারও চোখে পড়েনি। তিনি আরও বলেন, বিধায়কও বন্যার পর থেকে আর কোনও খোঁজখবর রাখেননি। আমরা মরে গেছি, না বেঁচে আছি তারও খোঁজ নেন না। শুধু ভোট চাওয়ার সময় চলে আসেন। পঞ্চায়েত প্রধানের কাছে গেলে তিনি জানান, সরকারি সুবিধা এখনও পর্যন্ত আসেনি। এলে জানাব। নমিতাদেবীর প্রশ্ন আমরা কি করব বলতে পারেন? কোথায় যাব? তিনি জানান, ত্রিপল টাঙিয়ে কোনওভাবে বেঁচে আছি। রবীন্দ্র দলবেরা জানান, বন্যার পরে আমরা সাহায্যের জন্য কালীঘাটে ছুটে গেছি। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করেছি। তিনি আশ্বাস দিয়েছিলেন, আপনারা ফিরে যান, এক সপ্তাহের মধ্যে আমাদের প্রতিনিধি আপনাদের সঙ্গে দিয়ে দেখা করবেন। কিন্তু এক সপ্তাহ নয়, এক বছর কেটে গেছে। আবার বন্যা চলে এল। তিনি আক্ষেপের সুরে বলেন, আমাদের আর হারানোর কিছু নেই। বাড়িঘর যা ছিল সব চলে গেছে। শুধু চিন্তা বাচ্চা, বৌ, বাবা-মাকে নিয়ে। এদেরকে নিয়ে কোথায় যাব? তিনি আরও জানান, খানাকুল ২নং ব্লক অফিসে গিয়ে বিডিও-র সাথে দেখা করেছি। তিনি জানিয়েছেন, এখন পর্যন্ত কোনও আর্থিক সাহায্য আসেনি। রবীন্দ্রবাবু বলেন, তাহলে শুধু মাত্র ভোট পাওয়ার জন্যই কি জনপ্রতিনিধিরা আমাদের এলাকায় আসেন? এলাকার মানুষের সংশয় হয়তো তাঁদের জন্য বরাদ্দ আর্থিক সাহায্য আগেই চলে এসেছে। কিন্তু জনপ্রতিনিধিরাই হজম করে ফেলেছেন। কয়েকজন নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ব্যক্তি বললেন, বন্যা আবারও হবে। তখন জনপ্রতিনিধিরা বা প্রশাসনের কর্মকর্তা এলে বলব, আপনারাও আমাদের মতো একবছর এইভাবে কাটিয়ে দেখুন। তখন বুঝবেন কেমন লাগে। তবেই গরিবদের কষ্ট উপলব্ধি করতে পারবেন। তাঁরা জানান, আমরা ঠিক করেছি এবার মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির সামনে গিয়ে গ্রামের সকলে একসঙ্গে অনশনে বসব। সাপের কামড়ে বা বজ্রাঘাতে মৃত্যুর থেকে এভাবেই আন্দোলন করে নিজেদের অধিকার আদায় করতে গিয়ে মৃত্যুবরণ করা অনেক ভালো। দেখি মুখ্যমন্ত্রী কিভাবে আমাদের ফেরাতে পারেন। এবিষয়ে খানাকুল ২নং বিডিও দেবলকুমার উপাধ্যায় বলেন, এই এলাকায় বাঁধ নির্মাণের কাজ হয়েছে। ওদের জন্য পাট্টা দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। অন্যদিকে বিধায়ক ইকবাল আহমেদের দাবি, ওদের জন্য যথেষ্ট সাহায্য করা হয়েছে।

রক্তদান শিবির ও কৃতী ছাত্রছাত্রীদের সম্বর্ধনা

নিজস্ব সংবাদদাতা, চন্দননগর ঃ শনি ও রবিবার দুদিনের অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়ে গেল হুগলির চন্দননগর পৌরনিগমের ৩১নং ওয়ার্ডের তৃণমূল কংগ্রেসের পরিচালনায়। শনিবার এলাকার কৃতী মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী ও উচ্চমাধ্যমিকে সাফল্য অর্জনকারী ছাত্রছাত্রীদের সম্বর্ধনা দেওয়া হয়। রবিবার এই একই মঞ্চে অনুষ্ঠিত হয় রক্তদান শিবির। এদিন এই রক্তদান শিবিরে মোট ১০০জনের মতো রক্তদাতা রক্তদান করেন। এদের মধ্যে মহিলা রক্তদাতাদের সংখ্যা ছিল চোখে পড়ার মতো। এই দুদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন হুগলির সাংসদ রত্না দে নাগ, চন্দননগরের বিধায়ক তথা মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন, চন্দননগর পৌরনিগমের মেয়র রাম চক্রবর্তী, উত্তর পাড়ার বিধায়ক প্রবীর ঘোষাল, গোঘাটের বিধায়ক মানস মজুমদারসহ জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের এবং চন্দননগর, ভদ্রেশ্বর শহর তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি এবং কর্মীরা। এই দুদিনের অনুষ্ঠান প্রসঙ্গে ৩১নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর অমিত আগরওয়াল জানান, প্রতিবছরই এই ধরনের অনুষ্ঠান করে থাকি। তবে অন্যান্য বারের থেকে এবারে রক্তদাতাদের সংখ্যা ছিল অনেক বেশি। এই সময় রক্ত সঙ্কট দেখা দেয়, সেই কথা মাথায় রেখে আমরা তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে রবিবার এই রক্তদান শিবিরের আয়োজন করি।

জাতীয় যুব এ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়ানশিপে তারকেশ্বরের দুইকন্যা তনুশ্রী ও চন্দ্রা

জীবন মণ্ডল, তারকেশ্বর ঃ ১৫তম ন্যাশানাল ইয়ুথ এ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়ানশিপে জেলার তিন কন্যা সুযোগ পেল হুগলির তারকেশ্বর কোচিং সেন্টার থেকে। বিখ্যাত কোচ শিবপ্রসাদ ধাড়া ও ওনার সহকর্মী অনুপ দাসের দুই ছাত্রী তনুশ্রী পোড়েল ও চন্দ্রা মাজি জাতীয় পর্যায়ে এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করার সুযোগ পায়। আগামী ২১ জুলাই থেকে ২৩ জুলাই পর্যন্ত ওড়িশার ভরদ্বাজ স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হবে এই প্রতিযোগিতা। জেলার তিনজন ও রাজ্য থেকে ৯জন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করবে। চন্দ্রা মাজি তারকেশ্বর থানার অন্তর্গত বালিগোড়ি অধরমণি দত্ত বিদ্যামন্দিরের দশম শ্রেণির ছাত্রী। বাড়ি তারকেশ্বরের বাগবাড়ি কানাইপুর এলাকায়। পিতৃহীন চন্দ্রার মা কোনওরকমে সংসার চালান। দুই বোনের মধ্যে চন্দ্রা ছোট। বড় দিদির বিয়ে হয়ে গেছে। অভাবের সংসারে চন্দ্রার সাফল্যের আশায় দিন গুনছে পরিবার। তনুশ্রী পোড়েল হরিপাল তীর্থবাসী উচ্চবালিকা বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণির ছাত্রী। বাড়ি হরিপালের হাজরাপুরে। বাবা রাজমিস্ত্রির জোগাড়ের কাজ করেন। চার বোনের অভাবে সংসারে তনুশ্রী এই লড়াইয়ে সফল হবে এটাই আশা সকলের। তারকেশ্বর কোচিং সেন্টারের দুই ছাত্রীর সাফল্য কামনায় সকল জেলাবাসী। তবে এই দুজনের পাশাপাশি এই কোচিং সেন্টার থেকে স্বস্তিদীপা কর্মকার ওয়েটিং লিস্টে আছেন। তবে ক্লাব সূত্রে দাবি, যেকোনও দিন ওই ছাত্রীর খেলার ছাড়পত্র পাওয়া যাবে।

রাস্তার কাজ দেখলেন বিধায়ক ও পুরপ্রধান

নিজস্ব সংবাদদাতা, চুঁচুড়া ঃ হুগলির চুঁচুড়া শহরে চলছে জলের পাইপ লাইন বসানোর কাজ। ফলে শহরের বিস্তীর্ণ এলাকা বর্তমানে খানাখন্দে ভরা। আর কয়েকদিন বাদে আসছে রথ। তাই রথযাত্রা উপলক্ষ্যে শহরের বিভিন্ন রাস্তা সারাইয়ের দাবি উঠেছে। চুঁচুড়ার কারবালা মোড় সার্বজনীন রথযাত্রা কমিটি বিগত কয়েক বছর ধরে যথেষ্ট সুনামের সাথে রথ উৎসব পালন করে আসছে। এবার এই কমিটির মূল উদ্যোক্তা তথা স্থানীয় কাউন্সিলর ইন্দ্রজিৎ দত্তের প্রচেষ্টায় কারবালা মোড়ের রাস্তা সারাইয়ের কাজ শুরু হল। এই কাজ দেখতে ঘটনাস্থলে ঘুরে দেখেন চুঁচুড়ার বিধায়ক অসিত মজুমদার, পুরপ্রধান গৌরীকান্ত মুখার্জীসহ অন্যান্যরা।

বাড়িতে চুরির চেষ্টা, গ্রেফতার চোর

নিজস্ব সংবাদদাতা, খানাকুল ঃ বাড়ির জানালা ভেঙে বাড়িতে ঢুকে চুরি করতে গিয়ে পুলিশের হাতে ধরা পড়ল এক ব্যক্তি। শনিবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে হুগলির খানাকুলের বনহিজলি গ্রামে। জানা গেছে, এদিন রাতে বনহিজলির বাসিন্দা রবীন্দ্রনাথ জানার বাড়িতে চুরি করার উদ্দেশ্যে তিন ব্যক্তি হাজির হয়। অভিযোগ, বাড়ির জানালা ভেঙে ভিতরে ঢুকতে গেলে পরিবারের লোকজন বিষয়টি টের পান। তাঁরা চিৎকার করতে শুরু করলে অভিযুক্তরা চম্পট দেয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে খানাকুল থানার পুলিশ তদন্ত শুরু করে। বাড়িতে থাকা সিসি টিভির ফুটেজের সাহায্য নিয়ে অভিযুক্তকে চিহ্নিত করে। এরপর এদিন রাতে সাবলসিংহপুর থেকে একজনকে আটক করে পুলিশ। যদিও এই ঘটনায় বাকি দুই অভিযুক্ত গা ঢাকা দিয়েছে বলে জানা গিয়েছে। তাদের খোঁজে পুলিশ তল্লাশি শুরু করেছে।

কিষাণ ক্ষেতমজুর তৃণমূল কংগ্রেসের বিজয় উৎসব ও সম্বর্ধনা

নিজস্ব সংবাদদাতা, হরিপাল ঃ হুগলির হরিপাল ব্লক কিষাণ ক্ষেতমজুর তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে অলিপুর-কাশীপুর তৃণমূল কংগ্রেসের সহযোগিতায় অনুষ্ঠিত হল বিজয় উৎসব এবং সম্বর্ধনা অনুষ্ঠান। পঞ্চায়েত নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের সাফল্যে এলাকার কৃষক ও সাধারণ মানুষকে সম্বর্ধনা জানানোর পাশাপাশি ২১ জুলাইয়ের প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়। হরিপাল থানার অন্তর্গত অলিপুর-কাশীপুর পঞ্চায়েতে অযোধ্যাতে এই অনুষ্ঠান করা হয়। এই অনুষ্ঠানে কয়েক হাজার মানুষ অংশগ্রহণ করেন। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন তৃণমূল কিষাণ ক্ষেতমজুর সংগঠনের রাজ্য সভাপতি তথা হরিপালের বিধায়ক বেচারাম মান্না, সংগঠনের জেলা সভাপতি রামেন্দু সিংহরায়, হরিপালের সভাপতি প্রদীপ লোলুই ছাড়াও চন্দ্রনাথ হালদার, বাবলু গায়েন, স্বরূপ মিত্র, সুমিত সরকার, কমল দাসসহ অসংখ্য কর্মী ও সদস্যবৃন্দ। বেচারাম মান্না বলেন, আগামী ১৬ জুলাই প্রধানমন্ত্রী মেদিনীপুর সফরে আসছেন। ওই দিন কিষাণ ক্ষেতমজুর তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে তাঁকে কালো ব্যাজ পরে ধিক্কার জানানো হবে।

চন্দননগরে নতুন পার্কের উদ্বোধনে মন্ত্রী ইন্দ্রনীল

নিজস্ব সংবাদদাতা, চন্দননগর ঃ হুগলির চন্দননগরের ৪নং ওয়ার্ডে অনাথ শিশুদের নিয়ে নতুন পার্কের উদ্বোধন করলেন তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী তথা চন্দননগরের বিধায়ক ইন্দ্রনীল সেন। সঙ্গে ছিলেন চন্দননগরের মহানাগরিক রাম চক্রবর্তী ও বিশিষ্টজনেরা।

কৃষি সমবায় সমিতির উন্নয়নে কর্মীসভা

নিজস্ব সংবাদদাতা, তারকেশ্বর ঃ প্রাথমিক কৃষি সমবায় সমিতির উন্নয়নে রাজ্য সরকারের উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে হুগলি জেলা প্রাথমিক কৃষি উন্নয়ন সমিতি সমূহের কর্মীসভা অনুষ্ঠিত হল হুগলির তারকেশ্বরের সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতিতে। কর্মীদের সবরকম সুযোগ সুবিধার আওতাভুক্ত করানহ বেশ কয়েক দফা দাবি নিয়ে সম্মেলনে আলোচনা করা হয়। ইতিমধ্যেই রাজ্য সরকারের ঘোষিত স্বাস্থ্যবিমাসহ কর্মীদের বেশ কিছু সুযোগ সুবিধার আওতাভুক্ত করায় খুশি কর্মীরা। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পোলবা সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতির ম্যানেজার তথা আহ্বায়ক সুপ্রিয় বড়ুয়া, অরূপ মাজি, জাঙ্গিপাড়া ব্লক মোড়ল শিবচক সমবায় সমিতির বিশ্বব্রত ঘোষ, তারকেশ্বর গোবরহারা সমবায় সমিতির এ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার ছাড়াও হুগলি জেলার ৩০০টির বেশি ব্লকের সমবায় কর্মীরা।

২১ জুলাইয়ের প্রস্তুতি সভা

নিজস্ব সংবাদদাতা, আরামবাগ ঃ ২১ জুলাই ধর্মতলায় তৃণমূলের শহিদ দিবস। তার আগে রাজ্য জুড়ে বিভিন্ন প্রান্তে চলছে প্রস্তুতি সভা। রবিবার বিকালেও হুগলির আরামবাগের মুখাডাঙ্গায় মায়াপুর ১নং অঞ্চল কমিটির ডাকে এক প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হল। এই সভায় উপস্থিত ছিলেন তৃণমূলের আরামবাগ ব্লক সভাপতি স্বপন নন্দী, বিদায়ী পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শিশির সরকার, ভোলানাথ ঘোষ ছাড়াও স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব। এদিন এর আগে এলাকায় তৃণমূলের এক মিছিল অনুষ্ঠিত হয়।

কৃতী ছাত্রছাত্রীদের সম্বর্ধনা

নিজস্ব সংবাদদাতা, পাণ্ডুয়া ঃ হুগলির পাণ্ডুয়া পঞ্চায়েত সমিতির উদ্যোগে পাণ্ডুয়ার সমস্ত বিদ্যালয়ে ২০১৮ সালে মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক ও মাদ্রাসার সকল কৃতী ছাত্রছাত্রীদের সম্বর্ধনা জানানো হল পাণ্ডুয়ার কাকলি সিনেমা হলে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী অসীমা পাত্র, সাংসদ রত্না দে নাগ, এস ডি ও অরিন্দম বিশ্বাস, পাণ্ডুয়ার বিডিও সমীরণ ভট্টাচার্য, পঞ্চায়েত সমিতির বিদায়ী সভাপতি চম্পা হাজরা, বিদায়ী সহসভাপতি অসিত চ্যাটার্জী। পাণ্ডুয়া ব্লকের মোট ৪৩টি স্কুলের ১৬২জন ছাত্রছাত্রীদের সম্বর্ধনা দেওয়া হয়। এই অনুষ্ঠানে ছাত্রছাত্রীদের পাশাপাশি ৮জন বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ছাত্রছাত্রীকেও সম্বর্ধনা দেওয়া হয়। সকলের হাতে একটি করে স্মারক, একটি ফুলের স্তবক, একটি কলম ও টিফিনের প্যাকেট তুলে দেওয়া হয়।

রাস্তা মেরামতির দাবিতে অবরোধ

নিজস্ব সংবাদদাতা, বৈদ্যবাটী ঃ দীর্ঘদিন ধরে রাস্তা তৈরির দাবি জানিয়ে কোনও ফল না হওয়ায় এবার অবরোধে সামিল হলেন বাসিন্দারা। ঘটনাটি হুগলির বৈদ্যবাটীর ৪নং ওয়ার্ডে। এই এলাকার কয়েকশ নিম্নবিত্ত পরিবারের বসবাস। বহুবছর এই ওয়ার্ডটি বাম অধ্যুষিত ছিল। কিন্তু তৎকালীন বাম পুরবোর্ড এখানে রাস্তা তৈরিতে কোনও আগ্রহ দেখায়নি। গত পুরবোর্ডে এখানে তৃণমূল ক্ষমতা দখল করে। বর্তমানে বৈদ্যবাটী পুরবোর্ড তৃণমূলের দখলে। অভিযোগ, তবুও রাস্তা থেকে নর্দমা কোনও উন্নয়নই হয়নি বলে স্থানীয়দের দাবি। এরই প্রতিবাদে রবিবার সকাল থেকে জি টি রোড অবরোধ করেন এলাকাবাসী। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছান স্থানীয় কাউন্সিলর গোরাচাঁদ শেঠ। তাঁরও মত, সব এলাকায় উন্নয়ন হলেও তাঁর ওয়ার্ড এর থেকে বঞ্চিত। এর পিছনে গোষ্ঠীকোন্দলের গন্ধ পাচ্ছেন অনেকে। এদিন অবরোধের ফলে অসুবিধায় পড়েন সাধারণ মানুষ। শ্রীরামপুর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দিলে অবরোধ উঠে যায়। তবে অবরোধকারীদের দাবি আদৌ পূরণ হবে কিনা তা নিয়ে নিশ্চিন্ত নন অবরোধকারীরা।

খানাকুলে নিখোঁজ নাবালিকা উদ্ধার

নিজস্ব সংবাদদাতা, খানাকুল ঃ নিখোঁজ এক নাবালিকাকে উদ্ধার করল হুগলির খানাকুল থানার পুলিশ। খানাকুলের রামনগর এলাকা থেকে তাকে উদ্ধার করা হয়। জানা গেছে, ১৪ বছর বয়সী ওই নাবালিকার বাড়ি খানাকুলের নবাসনে। মাসখানেক আগে সে হাওড়ার জয়পুরে মামাবাড়িতে গিয়েছিল। সেখান থেকেই সে বুধবার দিন নিখোঁজ হয়ে যায়। এরপর পরিবারের লোক জানতে পেরে খানাকুল থানায় অভিযোগ জানান। সেই অভিযোগের তদন্তে নেমে পুলিশ উদ্ধার ওই নাবালিকাকে।

পাণ্ডুয়ার স্কুলে মাল্টিজিমের উদ্বোধনে সাংসদ রত্না দে নাগ

নিজস্ব সংবাদদাতা, পাণ্ডুয়া ঃ হুগলির পাণ্ডুয়া শশীভূষণ সাহা উচ্চবিদ্যালয়ে একটি মাল্টিজিমের উদ্বোধন করলেন সাংসদ রত্না দে নাগ। পশ্চিমবঙ্গ কারিগরি দপ্তরে বছরখানেক আগে এই মাল্টিজিমের বিষয়ে আবেদন করেছিল পাণ্ডুয়ার শশীভূষণ সাহা উচ্চবিদ্যালয়। যার আবেদন মঞ্জুর করে গত তিন মাস আগে ৩ লক্ষ টাকা স্কুল কর্তৃপক্ষ পায়। যা দিয়ে বর্তমানে অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি কেনে স্কুল। এবিষয়ে স্কুলের প্রধানশিক্ষক সোমনাথ তালুকদার জানান, স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের শারীরিক গঠন ও শরীরচর্চার প্রয়োজন। তাই এই জিমটি স্কুলে করা হল। তাছাড়া পাণ্ডুয়া ব্লকের কয়েকটি স্কুল এই মাল্টিজিমের অনুদান পেয়েছে। তাই আবেদন করা হয়েছিল। সেই মাল্টিজিমেরই দ্বারোদ্ঘাটন করলেন সাংসদ। তিনি আরও জানান, এই মাল্টিজিমের জন্য এখনও কোনও শিক্ষক স্কুলের মধ্যে নেই। তাই জিমটি চালানোর জন্য একজন অস্থায়ী শিক্ষক নিয়োগ করা হবে।

বেড়াতে আসুন কামারপুকুরে
কামারপুকুর মঠের মেইন গেটের পাশে থাকা ও খাওয়ার সুব্যবস্থা আছে
যোগাযোগ ঃ বাসুদেব নন্দ্য, কামারপুকুর
ফোন ঃ ৯৭৩৩৫৯৫৬৬৯
ফোন- ০৩২১১-২৫৬৯৫০/মোঃ ৯৭৩২৮৪৩৬৭৭

নিরোগ ডায়াগনস্টিক
●সিটি স্ক্যান ●ডিজিটাল এক্সরে ●আল্ট্রাসোনোগ্রাফি ●কালার ডপলার ●ইকোকার্ডিওগ্রাফী ●প্যাথলজি ●এফ.এন.এ.সি. ●ই এম জি এন সি ভি ●বায়োপ্সি ●ই.ই.জি. ●ই.সি.জি
Dr. Nischay R, M.D. D.M.
প্রতি ইং মাসের প্রথম ও তৃতীয় রবিবার এন্ডোসকপি ও কোলোনসকপি করা হবে।